The Chittagong University Journal of Arts and Humanities
ISSN 1993-5536
VOL.XXXIX (Issue 2), 2023 (pp. 41 - 54)
Published in December, 2025

আল-কুরআনের শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চায় মুহাম্মদ তাহির আল-কাদেরীর অবদান : একটি পর্যালোচনা

ড. মোহাম্মদ মুরশেদুল হক*

প্রতিপাদ্যসার: শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহির আল-কাদেরী ভারতীয় উপমহাদেশের একজন উল্লেখযোগ্য ইসলামী ব্যক্তিত্ব। কেননা তিনি একাধারে ছিলেন মুহাদ্দিস, মুফাসসির, ফকীহ্, দেশবরেণ্য ইসলামী চিন্তাবিদ ও ইসলামী জ্ঞানের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। বিশেষ করে প্রাজ্ঞ গবেষক, বিশিষ্ট লেখক ও সুবক্তা হিসেবে তিনি অত্যন্ত সুপরিচিত। তাঁর জীবন একই সাথে যেমন কর্মবহুল, তেমনি বৈচিত্রময়। দেশ ও জাতির পথ প্রদর্শন, ইসলামী শিক্ষা বিস্তার ও শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে অনন্য অবদানের জন্য তিনি যুগ সংস্কারক হিসেবে সুপরিচিত। মুহাম্মাদ তাহির আল-কাদেরী সুদীর্ঘ শিক্ষকতা জীবনে অসামান্য অবদান রেখেছেন। শিক্ষা ও সংস্কৃতি অঙ্গনে তিনি একজন বিরল ব্যক্তিত্ব। শিক্ষাদানের পাশাপাশি গবেষণা, গ্রন্থ রচনা ও প্রবন্ধ রচনায় তিনি ছিলেন এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। তাফসীর শাস্ত্রে তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ২০টি। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের ভাষ্যগ্রন্থ তাফসীর, অনুবাদ, তারজামা ইত্যাদিসহ ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর অবদান সম্পর্কে পর্যালোচনা ও মূল্যায়নভিত্তিক গবেষণা হলে পাঠকবৃন্দ আরো বেশি উপকৃত হবেন বলে আশা করা যায়। আলোচ্য প্রবন্ধে ইলমুত্-তাফসীরের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদানপূর্বক তাফসীর শাস্ত্রে মুহাম্মাদ তাহির আল-কাদেরীর অবদান সম্পর্কে পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

ইলমুত তাফসীরের পরিচয়

আভিধানিক অর্থে **تفسير** শব্দটি **باب تفعيل** এর মাসদার; যার মূল অক্ষর **فسر** (মাদকূর ৬৮৮)। কারো কারো মতে, **فسر** শব্দটি **سفر** শব্দের উল্টানো রূপ। আরবরা সকালে আলো উদ্ভাসিত হলে **اسفر الصبح** বলে থাকেন। এ বিষয়ে রাগিব আল-ইস্পাহানী (র) বলেন,

الْفَسْرُ وَالسَّفَرُ يَتَقَارَبُ مَعْنَاهُمَا كَتَقَارُبِ لَفْظَيْهِمَا لَكِنْ جُعِلَ الْفَسْرُ لِإِظْهَارِ الْمَعْنَى وَجُعِلَ السَّفَرُ لِإِبْرَازِ الْأَعْيَانِ لِلْأَبْصَارِ

"এখানে **فسر** ও **سفر** শব্দের দিক থেকে যেমন কাছাকাছি তেমনি অর্থের দিক থেকেও কাছাকাছি। কিন্তু **فسر** শব্দটি নির্ধারণ করা হয়েছে অর্থ প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে, আর **سفر** শব্দ নির্ধারণ করা হয়েছে চাক্ষুষভাবে স্পষ্ট করার উদ্দেশ্যে' (যারকাশী ১৪৮)।

আবার কারো কারো মতে, **تفسير** শব্দটি **التفسرة** শব্দ থেকে চয়ন করা হয়েছে (সুয়ূতী ১৯২)। **تفسير** যদি শাস্ত্রের নাম হয় তখন একবচন হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং এর বহুবচন হয় **تفاسير** (হুসাইন ৪৩)। **تفسير** শব্দের সমার্থক শব্দ **الايضاح** ও **التبيين** যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

"তারা আপনার নিকট দৃষ্টান্ত পেশ করতে পারবে না তবে আমি যা আনয়ন করেছি বাস্তবতার সাথে এবং উত্তম ব্যাখ্যা"(সাবূনী ৬১)। এখানে **تفسير** অর্থ বর্ণনা করা,(হুসায়ন ১৩) বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা,(যুরকানী ৪) প্রকাশ করা। জালালুদ্দীন আস্-সূয়ূতীর (র) মতে, **تفسير** শব্দটি **فسر** শব্দ হতে নির্গত, যার অর্থ, বর্ণনা করা, খোলে দেওয়া,(দাঊদ ১৩৩) আবরণমুক্ত করা। ইবন মানযূর আল-ইফরীকী (র) বলেন,

الفَسْرُ: كَشْفُ المُغَطّى، والتَّفْسِير كَشف المُراد عَنِ اللَّفْظِ المُشْكل

"**فسر** শব্দের অর্থ হচ্ছে, অর্থকে খোলে দেওয়া, আর **تفسير** অর্থ হচ্ছে, দুর্বোধ্য ও কঠিন শব্দ থেকে অর্থকে অবমুক্ত করা, উদ্দেশ্যকে স্পষ্ট করা"(হুসায়ন ১৩)।

শরীয়তের পরিভাষায়, তাফসীর এমন একটি শাস্ত্রের নাম, যাতে পবিত্র কালামুল্লাহ্র শব্দাবলীর উচ্চারণ পদ্ধতি বর্ণনা করা, অর্থ চিহ্নিত করা এবং বাক্যের বিশ্লেষণের মাধমে অবতীর্ণের প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে অন্তর্নিহিত বিধানাবলী নির্ণয় করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।
আবূ হাইয়ান (র) বলেন,

التَّفْسِيرُ عِلْمٌ يُبْحَثُ فِيهِ عَنْ كَيْفِيَّةِ النُّطْقِ بِأَلْفَاظِ الْقُرْآنِ وَمَدْلُولَاتِهَا وَأَحْكَامِهَا الْإِفْرَادِيَّةِ وَالتَّرْكِيبِيَّةِ وَمَعَانِيهَا الَّتِي تُحْمَلُ عَلَيْهَا حَالَةُ التَّرْكِيبِ وَتَتِمَّاتٍ لِذَلِكَ

"ইলমুত-তাফসীর এমন এক বিজ্ঞান, যাতে কুরআনের শব্দাবলীর উচ্চারণ পদ্ধতি, অর্থ নির্ধারণ, স্বতন্ত্র ও যৌগিক বা সামষ্টিক অর্থের বিষয়ে আলোচনা করা হয়"(সুয়ূতী ১৯৪)।

মুহাম্মাদ আলী আস-সাবূনী (র) বলেন,
واما التفسير فى الاصطلاح فهو علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبيان معانيها واستخراج أحكامه وحكمه

"পারিভাষিক অর্থে তাফসীর এমন এক শাস্ত্রের নাম, যাতে আল্লাহর নবী মুহাম্মাদ (সা.)-এর উপর নাযিলকৃত আল্লাহর কিতাবের অর্থ বর্ণনা, বিধানাবলী ও বৈজ্ঞানিক বিষয়াবলী নির্ণয়ের ব্যাপারে পারদর্শিতা অর্জন করা যায়"(*উছমানী* ৩২৪)।

যারকাশী (র) বলেন,

أنه علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية

"তাফসীর এমন একটি শাস্ত্র, যাতে মানুষের সাধ্যানুযায়ী আল্লাহর উদ্দেশ্য সম্পর্কে কুরআনুল কারীমের বর্ণনার উপর আলোচনা করা হয়" (যারকাশী ১৩)।
আল-কুরআন মানবজাতির জীবন বিধান। এটি মানব জীবন পরিচালনার পথনির্দেশক ও আল্লাহ প্রদত্ত আলোকবর্তিকা স্বরূপ। সচেতন প্রতিটি মানুষ দীন ও দুনিয়ার প্রয়োজনে এ কুরআনের মুখাপেক্ষী। মানবতার সার্বিক কল্যাণের জন্য এ কিতাবের অবতারণা (সাবূনী ১৩)। আল্লাহ তা'আলা এ কল্যাণ হৃদয়াঙ্গম করার জন্য কুরআন অনুধাবনের প্রতি তাঁর বান্দাদের তাগিদ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

"তাঁরা কি আল-কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে না? না কি তাদের অন্তরে তালা দিয়ে প্রতিবন্ধক করে দেওয়া হয়েছে"(আল-কুরআন ৪৭:২৪)। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ

"নিশ্চয়ই আল-কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দেওয়া হয়েছে। উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?" (আল-কুরআন ৫৪:১৭)।

তাফসীর শাস্ত্র ঃ মুহাম্মাদ তাহির আল-কাদেরী একটি র্পযালোচনা

উপমহাদেশে ইসলামের আগমনের পাশাপাশি বহুসংখ্যক মুহাদ্দিস, মুফাসসির ও মুবাল্লিগ মুসলমানদেরকে কুরআন ও হাদীসের বাণী শিক্ষা দিতে থাকেন। বিভিন্ন সময় এ অঞ্চলে মুসলিম সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে উঠে অসংখ্য মসজিদ ও মাদরাসা। এ সকল মসজিদ ও মাদরাসায় শিক্ষা দেয়া হতো তাফসীর, হাদীস ও ফিক্‌হ। শাসন পরিক্রমায় অবিভক্ত ভারতবর্ষে ইংরেজদের শাসনামলে বিভিন্ন মাদ্‌রাসা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী ভাষা শিক্ষার পাশাপাশি কুরআন তথা তাফসীর ও হাদীস শাস্ত্রের ধারা অব্যাহত থাকে। এভাবে অদ্যাবধি ভারতীয় উপমহাদেশে কুরআন-হাদীছ, তাফসীর ইত্যাদি চর্চা অব্যাহত ছিল এবং এখনো বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিদ্যমান রয়েছে।

ভারতীয় উপমহাদেশে তাফসীর চর্চায় যে সকল মনীষী অনবদ্য অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহির আল-কাদেরী[১] অন্যতম। কেননা তাফসীর বিষয়ে তিনি বহুসংখ্যক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। আর তাঁর লিখিত অধিকাংশ তাফসীর শাস্ত্র ফরিদ-ই-মিল্লাত রিসার্চ ইনিস্টিটিউটের সম্পাদনায় এবং মিনহাজুল কুরআন প্রিন্টার্স, লাহোর কর্তৃক প্রকাশিত। নিম্নে তাঁর লিখিত তাফসীর শাস্ত্রসমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা সন্নিবেশ করা হলো:

১. ইরফানুল কুরআন (عرفان القرآن)

মহান স্রষ্টা আপন বান্দাদের পথপ্রদর্শন ও সঠিক সফলতার জন্য মহাগ্রন্থ আল-কুরআনুল কারীম রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপরে অবতীর্ণ করেছেন। এ পবিত্রতম কিতাব সবদিক দিয়ে আদ্যোপান্তই অখণ্ডনীয় ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। সেটার প্রতিটি বর্ণ, পদ ও বাক্য এতই হৃদয়গ্রাহী ও পছন্দনীয় যে, তা তিলাওয়াত ও পর্যালোচনাকারীর মধ্যে এক অভাবনীয় প্রভাব ও প্রতিফলন ঘটায়। এ কারণে অবতীর্ণের যুগ থেকেই তা আপন মৌলিক আকর্ষণ ও চমৎকারিত্ব দ্বারা আদম সন্তানদের প্রতিটি স্তরের মার্জিত, মেধাশীল ও ধী-শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গকেও নিজের দিকে আকৃষ্ট করে আসছে।

এ কথা অতিরঞ্জিত নয়, বরং অবশ্যম্ভাবী বাস্তব যে, কুরআন মজীদ সম্পর্কে এ পর্যন্ত যতকিছু লেখা হয়েছে, ততটুকু অন্য কোনো কিতাব অথবা বিষয়বস্তুর উপর লেখা হয়নি। মজার কথা এই যে, ঐ লেখকদের মধ্যেও কিছু সংখ্যক তাঁর পক্ষের ছিলেন আর কিছু তাঁর বিরোধী; কিছু সংখ্যক ন্যায়-দৃষ্টিসম্পন্নও ছিলেন আবার কিছু সংখ্যক পক্ষপাতিত্বকারীও; কেউ কেউ আরবীয় ছিলেন আবার কেউ অনারবীয়। কিন্তু বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় এ কুরআন মজীদের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা প্রকাশিত হয়েছে ও হচ্ছে। বিশেষ করে উর্দূ ভাষায় অগণিতই রয়েছে। অনেকগুলো বাজারে পাওয়াও যাচ্ছে। কিন্তু যুগের অসাধারণ ও অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব মুহাম্মাদ তাহির আল-কাদেরী অনূদিত এ কিতাবের (কুরআন মজীদ) অনুবাদ নিঃসন্দেহে বহুবিধ বৈশিষ্ট্যের ধারক ও কুরআন মাজীদের উৎকৃষ্টতম অনুবাদ হিসেবেই স্বীকৃত, যার অসাধারণ গ্রহণযোগ্যতা বিরুদ্ধবাদীদেরকেও আকৃষ্ট করেছে।

আর উর্দূ ভাষায় বিশুদ্ধ ও শানে রিসালাতের প্রতি তীক্ষ্ম দৃষ্টি রেখে মুহাম্মাদ তাহির আল-কাদেরী কর্তৃক উর্দূ ভাষায় অনূদিত কুরআন মাজীদ হলো 'ইরফানুল কুরআন'। এটি ১০১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত একটি পরিপূর্ণ অনুবাদ গ্রন্থ। কুরআন

মাজীদের বিভিন্ন স্থানে একই শব্দ ব্যবহৃত হলেও বাচনভঙ্গি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাদি অনুসারে সেটার অর্থও ভিন্ন হয়ে থাকে। যদি প্রতিটি স্থানে একই অর্থ গ্রহণ করা নয়, তবে মাহাত্ম্য সঠিক হলো। নিম্নের শব্দসমূহ তথা-

هدى، علم، ضال، وحى، مؤمن، شاكر، استغفار، مكر، خدع

প্রভৃতির শাব্দিক অনুবাদে তিনি অত্যন্ত সতর্কতার পরিচয় দিয়েছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, সূরা আদ-দুহার ৭ নং আয়াতে কারীমা তথা وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى এর অনুবাদ তিনি এভাবে করেছেন,

اور اسنے آپ کو اپنی محبت مین خود رفتہ گم پایا تو اسنے مقصود تك پهنچیا دیا

"এবং আপনাকে আপনার প্রভু তাঁর ভালোবাসায় গভীরভাবে বিভোর পেয়েছেন ফলে তিনি আপনাকে গন্তব্যে সঠিকভাবে পৌঁছে দিয়েছেন" (তাহির ৯৮৭)।

মুহাম্মাদ তাহির আল-কাদেরীর এ গ্রন্থটি পাঠক মহলে অত্যন্ত সুখপাঠ্য ও সমাদৃত হওয়ায় ১৯৯১ থেকে ২০১৩ খ্রি. পর্যন্ত ৪৪তম সংস্করণ ২,০৭,০০০ (দুই লক্ষ সাত হাজার) কপি প্রকাশিত হয়।

২. আল ইরফান ফী ফাদাইলি ওয়া আদাবিল কুরআন (العرفان فى فضائل واداب القرآن)

এ গ্রন্থটির তথ্য-উপাত্ত উদঘাটনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন হাফিয জহির আহমদ আল ইসনাদী, যার ১ম সংস্করণের প্রকাশকাল ২০০৫ খ্রি., মুদ্রণ সংখ্যা ১,১০০টি এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা ২১০।

আমরা মুসলিম সম্প্রদায়। আমাদের জীবন চলার পথে কুরআনই একমাত্র অবলম্বন, যার মাধ্যমে আমাদের জীবনের সঠিক সমস্যার সমাধান করার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত সিরাতুল মুস্তাকীম-এর অটল থাকতে পারব। তাই প্রত্যেকের একান্ত কর্তব্য হলো, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ আল-কুরআন সম্পর্কে সঠিকভাবে জ্ঞান অর্জন করা এবং কুরআন প্রদর্শিত পথে জীবন অতিবাহিত করা।

মুহাম্মাদ তাহির আল-কাদেরী রচিত উপর্যুক্ত শিরোনামের পুস্তকে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতের আদব ও ফযীলত এবং কুরআন শিখে ভুলে যাওয়ার ব্যপারে ভীতি প্রদর্শনের পাশাপাশি কুরআনের বিধি-বিধানের উপর আমলের দ্বারা আরোগ্য ও বরকত লাভ ইত্যাদি সম্পর্কে অত্যন্ত চমৎকার ভাষায় তুলে ধরেছেন, যা প্রত্যেক পাঠকের জন্য উপকারী। এতে মোট ১৪টি অধ্যায় বিদ্যমান, যাতে ১০৬টি বিখ্যাত প্রামাণ্য গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতির সমন্বয় করা হয়েছে (Blessings of the Holy Qur'an and its Recitation)।

৩. আত-তিবইয়ান ফী ফাদলি বা'দি সুওয়ারিল কুরআন (التبيان فى فضل بعض سور القرآن)

التبيان فى فضل بعض سور القرآن শীর্ষক শিরোনামের গ্রন্থটি মূলত আল-কুরআনের নির্বাচিত কতিপয় সূরা পাঠের ফযীলত ও উপকারিতা সম্পর্কে লিখিত ১২৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত একটি সুখপাঠ্য গ্রন্থ। এ গ্রন্থে মোট ১৩টি বাব বা অধ্যায় বিদ্যমান (The-Merits-of-Selected-Chapters-of-the-Holy-Quran)। কুরআন মাজীদের ফযীলত, কুরআনের হিফাযতকারীদের মর্যাদা, সূরা আল-ফাতিহা, সূরা আল-বাকারা, সূরা আলে ইমরান, আয়াতুল-কুরসী, সূরা আল-বাকারার শেষ আয়াত, সূরা আল-কাহ্‌ফের প্রথম ও শেষ আয়াত, সূরা তোয়াহা, সূরা আল-মু'মিনের প্রথম দশ আয়াত, সূরা ইয়াসীন, সূরা আদ্-দুখান, সূরা আল-মুলক, সূরা আল-কাফিরূন, সূরা ইখলাসের তিলাওয়াত, আ'উযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহর ফযীলত ইত্যাদি চমৎকারভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে এ গ্রন্থে। এ গ্রন্থের ৮ম অধ্যায়ের ৭৯ পৃষ্ঠায় সূরা ইয়াসীনের ফযীলত সম্পর্কে মুহাম্মাদ তাহির আল-কাদেরী নিম্নোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন,

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا، وَإِنَّ قَلْبَ الْقُرْآنِ يس، مَنْ قَرَأَهَا، فَكَأَنَّمَا قَرَأَ الْقُرْآنَ عَشْرَ مَرَّاتٍ

"আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, প্রত্যেক বস্তুর হৃদয় বা কলব আছে আর আল কুরআনের কল্‌ব হলো সূরা ইয়াসীন। যে ব্যক্তি তা একবার তিলাওয়াত করল সে যেন দশবার পূর্ণাঙ্গ কুরআন তিলাওয়াত করল" (দারেমী ২/১০৮৩)।

৪. তাসমিয়াতুল কুরআন (تسمية القرآن)

তাসমিয়াতুল কুরআন ড. তাহির আল-কাদেরী লিখিত একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। প্রখ্যাত আন্তর্জাতিক ইসলামী গবেষক ড. বুরহান আহমদ ফারূকী উপর্যুক্ত গ্রন্থটির ভূমিকা লিপিবদ্ধ করেন। এ গ্রন্থে গবেষক মুহাম্মাদ তাহির আল-কাদেরী কর্তৃক আল-কুরআনের অন্যতম আয়াতে কারীমা اعوذ بالله من الشيطان الرجيم তথা তা'আওউয পড়ার ফযীলত ও উপকারিতাসহ এর নিগূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। ২৯৯ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট গ্রন্থটিতে তিনি বিশ্ববিখ্যাত তাফসীরসমূহ তথা তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর, বায়যাবী, হাক্কানী, খাযিন, তাফসীরে কাবীরসহ সিহাহ সিত্তাহর হাদীস ও অসংখ্য প্রামাণ্য গ্রন্থের (Beginning the Qur'an with the Name of Allah) আলোকে সালাত আদায়ের প্রারম্ভে, কুরআন তিলাওয়াতসহ যেকোনো ভালো কাজ তথা আমলে সালিহার পূর্বে তা'আওউয ও তাসমিয়াহ পড়ার বিধানসহ বিভিন্ন ফিক্‌হবিদের মতামত উল্লেখ করেন। তিনি লিখেছেন জমহুর উলামায়ে কিরামের মতে, কুরআন তিলাওয়াতের প্রারম্ভে তা'আওউয পড়া মুস্তাহাব। ইমাম খাযিন (র) সুন্নাত বলে অভিমত দিয়েছেন। কারো কারো মতে,

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

"যখন তুমি কুরআন তিলাওয়াত করবে তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চাইবে(আল-কুরআন, ১৬:৯৮)।"

উক্ত আয়াতে কারীমার فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ শব্দটি أمر এর সীগাহ হওয়ায় ওয়াজিব বা বাধ্যতামূলক হিসেবে সাব্যস্ত। তাই তা'আওউয পড়া কারো কারো মতে ওয়াজিব। আতা ইবন রাবাহ (র) এ মতের সমর্থনে উপর্যুক্ত আয়াতে কারীমা উপস্থাপন করেন। ইমাম ইব্‌ন সীরিনের (র) মতে, জীবনে একবার তা'আওউয পড়লে ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে (জাযারী ২৫৮)।

৫. তাফসীরু মিনহাজিল কুরআন (সূরা আল-বাকারাহ) (تفسير منهاج القرآن سورة البقرة)

তাফসীরু মিনহাজিল কুরআন গ্রন্থটি মূলত সূরা আল-বাকারাহ-এর উপর একটি গবেষণামূলক অংশ। ৪১৮ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট এ গ্রন্থটি মূলত মুহাম্মাদ তাহির আল-কাদেরীর সূরা আল-বাকারার নামকরণ, সূরা আল-বাকারাহ পাঠের ফযীলত এবং পূর্ণাঙ্গ সূরার একটি তথ্য ও তত্ত্ববহুল তাফসীর গ্রন্থ(জাযারী ২৫৮)। এ গ্রন্থে তিনি বর্তমানে প্রচলিত অসংখ্য ভ্রান্ত তাফসীরের অসারতা প্রমাণে অপার দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাফসীর গ্রন্থটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, লেখক প্রতিটি আয়াতে কারীমার সংশ্লিষ্ট আলোচ্য বিষয় সংক্ষেপে বর্ণনা করার পর আয়াতে কারীমার বিস্তারিত তাফসীরের অবতারণা করেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়,

حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حواء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جنت میں سکونت، جنتی نعمتوں کی فراوانی، درخت کے قریب جانے کی آزمائش اور ممانعت: ۲۵

বর্ণিত প্রক্রিয়ায় মুহাম্মাদ তাহির আল-কাদেরী তাঁর তাফসীরকে ঢেলে সাজিয়েছেন, যা অন্যান্য তাফসীর গ্রন্থ থেকে একে ব্যতিক্রম বৈশিষ্ট্যের অধিকারী করেছে(তাহেরুল কাদেরী ৪১৮)।

৬. সিফাতে রহমাত কা শানে ইমতিয়াজ (صفات رحمت كا شان امتياز)

এ গ্রন্থটি **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** এর অন্তর্ভুক্ত **الرَّحْمَنِ** ও **الرَّحِيمِ** শব্দ দুটো বিশদ ব্যাখ্যার সমন্বয়ে একটি প্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থ। এতে লেখক **الرَّحْمَنِ** এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ, **الرَّحْمَنِ** শব্দের আভিধানিক বৈশিষ্ট্য, **الرَّحِيمِ** শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ, **الرَّحْمَنِ** ও **الرَّحِيمِ** এর মাঝে অর্থগত ভিন্নতা ও বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বর্ণনা করেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে তার একটি সমীক্ষা তুলে ধরা হলো:

الرحمن :رحمت حق كا صفتى ظهور
الرحيم : رحمت حق كا فعلى ظهور
خصوص رحمت كا بيان
الرحمن : عموم رحمت كا بيان
الرحمن : تمام انواع رحمت كو شامل
الرحيم : قبول توبه اور مغفرت كا شامل
الرحمن : دنيا كى رحمت كا ائينه دار
الرحيم : اخرة كى رحمت كا ائينه دار
الرحمن اور رحيم دونوں كو اكٹھا بيان كرنے كا مقصود

ইত্যাদি (Distinctive-Attribute-of-Mercy)। গ্রন্থটি ৫২ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট। গ্রন্থের **৩১** পৃষ্ঠায় বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস আব্দুল্লাহ ইবন মুবারক (র) **رحمن** ও **رحيم** এর অর্থগত ও নিগূঢ় তাত্ত্বিক পার্থক্য সম্পর্কে বলেন,

الرحمن إذا سئل اعطى والرحيم إذا لم يسأل يغضب

"রহমান বলা হয় যার কাছে প্রার্থনা করলে তিনি দান করেন এবং সন্তুষ্ট হন। আর রাহীম হলো তিনি, যার কাছে প্রার্থনা না করলে তিনি অসন্তুষ্ট হন" (ইব্ন কাছীর vol. ১:২০)।

৭. মা'আরিফে ইসমিল্লাহ (معارف إسم الله)

এতে মহান আল্লাহ তা'আলার নাম **الله** শব্দটির বিশদ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এতে লেখক প্রসিদ্ধ দুটো অধ্যায় তথা لفظ الله كى اصل اور اس كا اشتقاق এবং لفظ الله كے تفسيرى معارف শিরোনামে **الله** নামের **مادَّة** (উৎস মূল)সহ বেশ কিছু অনুচ্ছেদে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নামের সুন্দর পরিচয় ও ব্যাখ্যার অবতারণা করেছেন। গ্রন্থকার এ গ্রন্থের **১৫** নং পৃষ্ঠায় (The-Gnostic-Secrets-of-the-Name-Allah)। আল্লাহ শব্দের **مادَّة** এবং لفظ الله كى تركيب اور اس كى معنوى حكمت সম্পর্কে গভীর আলোচনা করেন। মুহাম্মাদ তাহির আল-কাদেরী বলেন, মহান রাব্বুল আলামীনের সত্ত্বগত নাম **الله**। এ **الله** শব্দের একেকটি বর্ণ যদি বিলুপ্ত করা হয় তারপরও বাকি বর্ণগুলোতে **إله** তথা আল্লাহ তা'আলার জাতিসত্ত্বার পরিচয় মেলে। যেমন- **الله** শব্দ থেকে **الف** বাদ দিলে **لله** অবশিষ্ট থাকে, যার অর্থ আল্লাহর জন্য। প্রথম **لام** বাদ দিয়ে এবং প্রথম **الف** অবশিষ্ট রাখা হলে তখন **اله** হবে, যার আভিধানিক **معبود** বা উপাস্য। আবার প্রথম দুই বর্ণ তথা **الف** ও **لام** বাদ দিলে **له** শব্দ অবশিষ্ট থাকে, যার অর্থ তাঁর জন্য। আবার প্রথম বর্ণ তিনটি বাদ দিলে **ه** বর্ণ অবশিষ্ট থাকে, যার অর্থ তিনি। তাসাউফ শাস্ত্রে দেখা যায় তরীকাতের বিভিন্ন সিলসিলায় আল্লাহর যিকিরের মধ্যে **ه** বর্ণ শামিল করে নেন (খাযিন vol. **১:১৩**)।

৮. মা'আরিফে আয়াতুল কুরসী (معارف آية الكرسى)

মুহাম্মাদ তাহির আল-কাদেরী আল-কুরআনের সূরা আল-বাকারার ২৫৫ নং আয়াত তথা 'আয়াতুল কুরসী' শীর্ষক আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেন, আল্লাহ, তিনি ব্যতিত কোনো ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্ত্বার ধারক-বাহক।

তিনি এক, একক, অনন্য ও অমুখাপেক্ষী সত্তা, পূর্ণতম জীবনীশক্তির আধার। তিনি চিরস্থায়ী। যাঁর আদৌ মৃত্যু নেই। সৃষ্টিকূলের যাবতীয় বিষয় তিনি নিপুণভাবে তত্ত্বাবধান, সংরক্ষণ ও পরিচালনা করেন। (আল-কুরআন, ২:২৫৫) এছাড়া এ আয়াতে কারীমায় আরবী ভাষায় বিভিন্ন প্রকার সৌন্দর্য ও অলংকারিক বৈশিষ্ট্যের সূচনা হয়েছে। কেননা আয়াতটি আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠ নাম দ্বারা সূচিত, প্রকাশ্য বিশেষ্য ও সর্বনাম যোগে আল্লাহর নামকে মোট আঠারটি স্থানে পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে। আল্লাহর গুণবাচক নাম পুনরোক্ত করার মাধ্যমে বক্তব্য প্রলম্বিত করা হয়েছে। "হুরুফুল আত্ফ" তথা সংযোজক অব্যয় (Co-ordinate Conjunction) যুক্ত না করে একাধিক বাক্যের মাঝে খণ্ডায়ন (Detached Mode) এবং এ আয়াতের মাঝে **مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ** অংশে **طباق** বা বিরোধালংকার বিদ্যমান(The-Gnostic-Secrets-of-Aya-al-Kursi)। আর নিম্নোক্ত আয়াতে **مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ** এবং **مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ** এ আরবী অলংকার শাস্ত্রের **إستعارة تصريحة** বিদ্যমান। কেননা, এখানে কুফরিকে অন্ধকারের সাথে আর ঈমানকে আলোর সাথে তুলনা করা হয়েছে। গ্রন্থকার এ কথাও উল্লেখ করেছেন যে, এটি একটি সর্বোত্তম উপমা, কেননা কুফুরি হলো সে অন্ধকার সদৃশ, যাতে পথচারি হতবুদ্ধি হয় ও লক্ষ্য প্রত্যাশী লক্ষভ্রষ্ট হয়। আর ঈমান হলো সে আলো সদৃশ, যাতে সাহায্যপ্রার্থী আশ্রয় গ্রহণ করে এবং পথহারা ব্যক্তি পথের সন্ধান লাভ করে। অনুরূপভাবে ঈমানের পরিণাম নিয়ামত ও পুণ্য দ্বারা আলোকিত। পক্ষান্তরে কুফরির পরিণাম জাহান্নাম ও আযাব দ্বারা অন্ধকারাচ্ছন্ন (ইবনুল হুসাইন ১৫)।

গ্রন্থকার পরিশেষে পৃথিবীর বিখ্যাত অভিধান শাস্ত্র তথা লিসানুল আরব, আল-মুফরাদাত, প্রসিদ্ধ তাফসীর তথা আল-বাহরুল মুহীত, কুরতুবী, ইব্ন কাছীর ও সিহাহ-সিত্তাসহ প্রায় ৬৮টি প্রামাণ্য গ্রন্থের উদ্ধৃতির মাধ্যমে এ গ্রন্থের মান সমৃদ্ধ করেছেন।

৯. মানাহিজুল ইরফান ফী লাফযিল কুরআন (مناهج العرفان فى لفظ القرآن)

বিশ্ব মানবতার হিদায়াতের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রেরিত একশত চারখানা আসমানী কিতাবের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ আসমানী কিতাব মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। মানবজাতির হিদায়াত ও জীবন বিধানের মহাসনদ হওয়ার সাথে সাথে এর তিলাওয়াত, আমল, চর্চা, গবেষণা ইত্যাদি মানবজীবনে অভূতপূর্ব কল্যাণ বয়ে আনে। তারপরেও তাগূতী শক্তি কালে কালে যুগে যুগে এ কুরআনের আলোকে নিভিয়ে দেয়ার জন্য সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে প্রতি মুহূর্তে এগিয়ে যাচ্ছে। কুরআন বিদ্বেষীরা যতই চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র করবে, পক্ষান্তরে কুরআন প্রেমিককে ততই গভীর গবেষণা, চিন্তা, চেতনা ও বাস্তব জীবনে অনুসরণ-অনুকরণের মাধ্যমে কুরআনের অলংকারিক সৌন্দর্যকে ধরে রাখতে হবে। এরই মানসে কুরআন-প্রেমিকের মাঝে এ বিষয়টি আরো অধিক প্রাণবন্ত করার লক্ষ্যে মুহাম্মাদ তাহির আল-কাদেরী উপর্যুক্ত শিরোনামে এ গ্রন্থটি রচনা করেন, যা ৪টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। এটি বেশ কিছু উপানুচ্ছেদে **১৫৮** পৃষ্ঠায় বিদ্যমান (Manahij-al-Irfan-fi-Lafz-al-Quran)।

গ্রন্থটিতে কুরআনের সংজ্ঞা, কুরআন শব্দের ব্যুৎপত্তি, কুরআনের নামসমূহ, কুরআন নাযিলের পদ্ধতি, ওহী, কাশফ, ইলহাম, নাসিখ-মানসূখ, কুরআনের দাবি এবং এ গ্রন্থকে সকল জ্ঞানের আধার হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ গ্রন্থের **১২** পৃষ্ঠায় লেখক কুরআন শব্দের **مادہ** সম্পর্কে বলেন, কুরআন শব্দটি মূলত **قرأ** শব্দ থেকে উৎপত্তি, যার আভিধানিক **جمع**। যেমন আরবীতে বলা হয়, **قرأ الماء فى الحوض** "জলাধারে পানি জমা করা হয়েছে।"এ থেকে বলা যায়, কুরআনের দুটো অর্থ রয়েছে। যেমন- এক. ঐ গ্রন্থ যাকে একত্রিত করা হয়েছে এবং দুই. ঐ গ্রন্থ যাতে সবকিছু একত্রিত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কুরআনকে কুরআন বলা হয় এ কারণে যেহেতু পুরো পৃথিবীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের একমাত্র অনন্য ও অন্যতম আধার হলো আল-কুরআন। এর সমর্থনে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ

"আমি আপনার নিকট প্রত্যেক বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ কিতাব নাযিল করেছি" (আল-কুরআন, ৬১:৮৯)।

গ্রন্থটির শেষে লেখক মুহাম্মাদ তাহির আল-কাদেরী বিখ্যাত মুফাসসির আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র)-এর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আল্-ইতকান, কানুনুত্-তা'বীল, আল-ফাউযুল কাবীর, আল-মুফরাদাত, আল ওয়াফা বি আহ্ওয়ালিল মুস্তাফা, আস-সারিমুল মাসলূল, সিহাহ সিত্তাহ, History of Bible, Dr. Maurice Bucaille কর্তৃক লিখিত The Bible, The Quran and Science, এবং Encyclopaedia Amricana সহ অসংখ্য গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে এ গ্রন্থের মানকে সমৃদ্ধ করেছেন।

১০. লাফযে রাব্বুল আলামিন কি ইলমি সাইন্সি তাহকীকি (لفظ رب العالمین کی علمی سائنسی تحقیق)

মুহাম্মদ তাহির আল-কাদেরীর আরেকটি উল্লেখযোগ্য গবেষণা গ্রন্থ '**لفظ رب العالمین کی علمی سائنسی تحقیق**'। এটি ৮৬ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট এ গ্রন্থটিকে পাঁচটি অনুচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে। ১ম অনুচ্ছেদে ৫টি, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে ৬টি, তৃতীয় অনুচ্ছেদে ৯টি, চতুর্থ অনুচ্ছেদে ৯টি এবং পঞ্চম অনুচ্ছেদে ৪টি সহ সর্বমোট ৩৩টি উপানুচ্ছেদে সাজানো হয়েছে এ গ্রন্থটিকে (Scientific-Research-about-the-Sustainer-of-the-Worlds)।

এ কথা আজ আর কারো অজানা নয় যে, বিজ্ঞানের জয়যাত্রার বহুপূর্বেই ইসলাম বিজ্ঞানের মৌলিক নীতিগুলো জগতের সম্মুখে উপস্থাপন করেছে। শুধু তাই নয়, ইসলামের আবির্ভাবের পর বিজ্ঞানের উন্নতি ইসলাম ও বিজ্ঞানের মধ্যে একটি কার্যকরণ সম্পর্ক সূচিত করে। এই গ্রন্থে মানুষের আবির্ভাবের সময় থেকে, মানুষ প্রতিনিয়ত প্রকৃতিকে জানতে চেয়েছে, সৃষ্টি পরিকল্পনায় তার অবস্থান, এমনকি তার জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কেও। সত্যের এই অভীষ্ট লক্ষে সে বহু শতাব্দী এবং বহু সভ্যতা অতিক্রম করেছে। প্রতিষ্ঠিত ধর্মব্যবস্থা মানব জীবনকে নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করেছে এবং ঐতিহাসিক পদযাত্রার প্রসারের ক্ষেত্রে তাকে বদ্ধমূল করেছে। যখন গ্রন্থ নির্ভর ধর্মসমূহ তার অনুসারীদের দ্বারা ঐশ্বরিক প্রেরণার দাবি করেছে, তখন অন্যরা আন্তরিকভাবে মানব অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করেছে।

ইসলামী বিশ্বাসের প্রধান উৎস গ্রন্থ তথা আল-কুরআন যা সম্পূর্ণ রূপে নিখাদ ঐশ্বরিক গ্রন্থ হিসাবে মুসলিম সম্প্রদায় দ্বারা বিশ্বাস স্থাপিত ও প্রমাণিত একটি গ্রন্থ। মুসলমানরা এ কথাও বিশ্বাস করে যে, এতে সমস্ত মানব সমাজের জন্য পথ-নির্দেশনা আছে। কুরআনের বার্তা যেহেতু সর্বসময়ের জন্য বিশ্বস্ত, সেহেতু তা সর্বযুগের জন্য প্রযোজ্যও বটে। কুরআন এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। লেখক এই পুস্তিকাতে প্রতিষ্ঠিত এবং প্রমাণিত বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং আবিষ্কারগুলোর আলোকে কুরআনের 'ঐশ্বরিক গ্রন্থ' হওয়া সম্পর্কে মুসলমানদের বিশ্বাসের এক বাস্তব পর্যবেক্ষণ উপহার দিতে চেয়েছেন। কুরআন ও বিজ্ঞানের যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে তাও প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। আর তাই ইসলাম ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই, বরং উভয়েই উভয়ের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। যার ধারা ইসলামকে আরো বেশি সত্য ও প্রকৃত ধর্মে রূপান্তরিত করবে এবং বিজ্ঞানের দ্বারাই তা সম্ভব।

এছাড়া তিনি **رب العالمین** 'রাব্বুল-'আলামীন' শব্দের সুস্পষ্ট পরিচয়, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অন্যতম গুণ **رحمة للعالمین** অংশের **العالمین** এর ব্যবহার এবং আসমান-জমিনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়াস পেয়েছেন। পাশাপাশি বৈজ্ঞানিকভাবে মানব সৃষ্টির অন্যতম উপাদানগুলোরও সংক্ষিপ্ত পরিচিতি উল্লেখ করেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মানব সৃষ্টির অন্যতম উপাদানগুলো উল্লেখ করা হলোঃ (Scientific-Research-about-the-Sustainer-of-the-Worlds)

১. تُرَابٌ (Inorganic matter বা অজৈব পদার্থ)
২. مَاءٌ (Water বা পানি)
৩. طِينٌ (Clay বা কাদামাটি)
৪. طِينٍ لَازِبٍ (Sticky Clay বা চটচটে মাটি)
৫. صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ (Physically and Chemically old altered mud বা শারীরিক এবং রাসায়নিকভাবে পুরানো পরিবর্তিত কাদা)
৬. صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ (Dried and highly purified clay বা শুকনো ও উচ্চ পরিশোধিত কাদামাটি)
৭. سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (extract of purified clay বা পরিশোধিত মাটির নিষ্কাশন)

আদম (আ)-এর সৃষ্টি, মানব আকৃতি ইত্যাদি সম্পর্কেও সুন্দর ব্যাখ্যার অবতারণা করেছেন। সৃষ্টির উপাদান সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক তথা রসায়ন শাস্ত্রের কুরআনিক আয়াতগুলোকে বিন্যস্ত করার ক্ষেত্রে মুহাম্মাদ তাহির আল-কাদেরী অনন্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। যেমন-

১. هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ : تُرَابٌ (আল-কুরআন, ৪০:১৬৭)
২. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا : بَشَرًا (আল-কুরআন, ২৫:৫৪)
৩. هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ : طِينٌ (আল-কুরআন, ২১:৩০)
৪. إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ : طِينٍ لَازِبٍ ((আল-কুরআন, ৩৭:১১))
৫. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ : صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ (আল-কুরআন, ৪৯:২৬)
৬. خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ : صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ (আল-কুরআন, ৫৫:৪১)
৭. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ : سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (আল-কুরআন, ৩৩:১২)

এ গ্রন্থটির তথ্য ও তত্ত্ব উদঘাটনে মুহাম্মাদ তাহির আল-কাদেরী ইবনুল-জাওযীর যাদুল মাসীর ফী ইলমিত্ তাফসীর, আবুস সা'ঊদ এর ইরশাদুল আকলিস সালিম ইলা মাযাইয়াল কুরআনিল কারীম, ইমাম ফখরুদ্দীন আর্-রাযীর তাফসীরে কাবীর, রাগিব আল-ইসফাহানীর আল মুফরাদাত, ইমাম যুরকানী (র)-এর আল মাওয়াহিবসহ প্রসিদ্ধ ১৫টি গ্রন্থের উদ্ধৃতির সমন্বয় করেছেন।

১১. কাশফুল গিতা আন মা'রিফাতিল আকসামিল মুস্তাফা (كشف الغطا عن معرفة الاقسام المصطفى)

কাশফুল গিতা আন মা'রিফাতিল আকসামিল মুস্তাফা গ্রন্থটি ১০৪ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ। এ গ্রন্থে তিনি মহান আল্লাহ কর্তৃক কসম বা শপথ এর রহস্য উন্মোচন করার চেষ্টা করেছেন। তিনি উল্লেখ করেন আল্লাহ তা'আলা মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে কখনো স্বীয় সত্তা, সিফাত, আয়াত, একত্ববাদ, নবী করীম (সা)-এর নবুওয়াত, রিসালাত, অঙ্গীকার, ভীতি, কুরআন, ইহকালীন ও পরকালীন পুরস্কার, উত্তম কার্যাবলী, মানবজাতির অবস্থা, বিবিধ বস্তু, ভবিষ্যতের সংঘটিত ঘটনাবলী, বিভিন্ন স্থান, সময়, বিশেষত চন্দ্র, সূর্য, তারকারাজি, রাত, দিন, আসমান-জমিন, পাহাড়-পর্বত, নদী-সমুদ্র ইত্যাদি বিষয়ে শপথ করেছেন। উল্লেখ্য যে, এ গ্রন্থের ২০ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে,

يكون القسم إلا باسم معظم وشئ مكرم فاقسم الله تعالى بنفسه فى القرآن فى سبعة مواضع والباقى كلها اقسم بمخلقاته، وقال ابو القاسم القشيرى: القسم بالشى لا يخرج عن وجهين: اما لاظهار فضيلة او لاظهار منفعة، فالفضيلة كقوله وَطُورِ سِينِينَ – وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ (القران، 3-2:95) والمنفعة نحو وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ (القران، 95:1) ومن لطائف القسمانه تعالى اقسم لنبيه الحبيب المصطفى ليعرف الناس عظمته عند الله تعالى ومكانته لديه (Unveiling-the-Gnosis-of-the-Quranic-Oaths-for-the-Prophet).

মুহাম্মাদ তাহির আল-কাদেরী বলেন, মূলত আল-কুরআনে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নাম মুবারক নিয়ে কিংবা তাঁর বাসস্থান তথা মক্কা নগরী নামে আল্লাহ তা'আলা শপথ করার কারণ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলার কাছে নবী করীম (সা)-এর শান, মান মর্যাদা ইত্যাদি সাধারণ মানুষকে বুঝানোর জন্য। আল্লাহ তা'আলা নবী করীম (সা)-এর জন্মভূমির নামে শপথ করতে গিয়ে বলেন,

لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ – وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ (القران، 1:90-2).

১২. কানযুল ঈমান কি ফান্নী হায়ছিয়াত (کنز الایمان کی فنی حیثیت)

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন মানবজাতির হিদায়াতসহ ইহকালীন সমৃদ্ধি ও পরকালীন মুক্তির লক্ষ্যে অবতীর্ণ। কুরআন মাজীদের প্রকৃত মর্ম উদ্ধারের নিমিত্তে যুগ যুগান্তরে কাল কালান্তরে অসংখ্য মুফাসসির বহু তাফসীর গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। সংক্ষিপ্ত তাফসীর গ্রন্থের মধ্যে বহু বছর পূর্বে প্রণীত তাফসীরে জালালাইন এবং আধুনিককালে সাফওয়াতুত্ তাফাসীর তথা তাফসীর সমূহের সারনির্যাস পাঠক মহলে অত্যন্ত সমাদৃত। একইভাবে পাক-ভারত উপমহাদেশের গবেষক ও পাঠক মহলে যে তাফসীরখানা অত্যন্ত সমাদৃত তা হচ্ছে, চতুর্দশ শতাব্দীর প্রখ্যাত মুজাদ্দিদ, গবেষক ও ইসলামী চিন্তাবিদ হাকিমুল উম্মত আ'লা হযরত শাহ আহমদ রেজা খাঁ বেরলভী (র) কর্তৃক উর্দূ ভাষায় অনূদিত 'কান্যুল ঈমান' ও অপর বিশ্ববিখ্যাত মুফাসসির সদরুল আফাযিল মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মাদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী (র)-এর যৌথ সমন্বয়ে তাফসীর (হাশিয়া) সম্বলিত গ্রন্থ।

"**کنز الایمان**" সম্পর্কে মুহাম্মাদ তাহির আল-কাদেরীর উল্লিখিত গ্রন্থটি এশটি তাৎপর্যপূর্ণ গ্রন্থ। মাত্র ৩২ পৃষ্ঠায় লিখিত একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ এটি, যা সাহিত্যিক মূল্য ও **اسلوب** (ধরণ) বর্ণনায় সমৃদ্ধ। এতে রয়েছে সালফে সালিহীন তথা ইমাম শা'বী, ইমাম রাযী, ইমাম ইসফাহানী, আল্লামা খাযিন এবং অন্যান্য বিশুদ্ধ তাফসীরকারকগণের তাফসীরের সাথে মিল আসহাবে তা'বীল-এর গৃহীত অভিমতের সাথে সাজুয্য, ভাষায় অতুলনীয় সরলতা, শালীনতা ও শ্রুতিমাধুর্য, বাজারি ও সাধারণ লোকের পরিভাষা বিবর্জন, কুরআন মাজীদের আসল উদ্দেশ্য ও খোদায়ী মূলতত্ত্বের নজিরবিহীন প্রকাশভঙ্গি, কুরআন মাজীদের নিজস্ব পরিভাষার ব্যবহার বিধি, আল্লাহ তা'আলার শানে অশোভন উক্তিকারীদের দাঁতভাঙা জবাব, আম্বিয়া কিরামের শান ও মান-মর্যাদার প্রতি বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন এবং উলামায়ে কিরাম ও মাশায়েখে ইমামের জন্য ইলমে হাকীকত ও ইলমে মারিফাতের জ্ঞান-ভাণ্ডার ইত্যাদি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুবাইয়ে অবস্থিত Pakistan Education Academy এর অধ্যাপক Mohamad Abdul Momem Ansari কর্তৃক লিখিত কানযুল ঈমানের VERDICT & Opinion অংশে-**(القران، 93:6)** **وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى** আয়াতের **ضَالًّا** শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন,

> Without A`la Hazrat Shah Ahmad Reza Khan the most translators have translated the word Dhal **(ضال)** in such as way that it effaced directly the personality and prestige of the Prophet (PBUH) Whereas the consensus is that the prophet is sinless prior to the declaration of Prophethood **(نبوة)** and after the declaration. The word wandering, groping, erring are not befitting to His dignity. The word **(ضال)** has many meanings. The most appropriate meaning has been adopted by A`la Hazrat Imam Ahmad Reza Khan (মান্নান ১২)।

১৩. আল-মাউসূ'আতিল্ কুরআনিয়্যাহ (Quranic Encyclopaedia)

ইসলাম প্রচলিত অর্থে কেবল একটি ধর্মই নয়, বরং তা একটি জীবন দর্শন এবং সেই সাথে একটি সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থাও বটে। মানবসৃষ্টির সূচনা হতেই ইসলাম মানুষের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনকে সমৃদ্ধ করতে বিপুল অবদান রেখেছে। শিল্প, সাহিত্য, স্থাপত্য, দর্শন, অধ্যাত্ম ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও ইসলামের অবদান ব্যাপক ও বহুমুখী। শতাব্দী পরিক্রমায় সৃষ্ট এসব অবদান মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে ও ছিটিয়ে আছে মুদ্রিত পুঁথির পৃষ্ঠায়, পাণ্ডুলিপিতে, স্থাপত্য নিদর্শনে, নানা সংগঠন অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানে। পৃথক পৃথকভাবে এর কোনো একটি বিষয়ের অধ্যয়নে যে কোনো জ্ঞানপিপাসু তার সমগ্র জীবন কাটিয়ে দিতে পারেন।

এ ধরনের বিপুল বিষয়সমূহের মূলকথা ও তথ্যগুলো সংগ্রহপূর্বক বিশ্বকোষ নামে এক ধরনের বিশাল গ্রন্থ সংকলন করা হয়, যাকে ইংরেজি পরিভাষায় Encyclopaedia এবং আরবী ভাষায় বলা হয় **الموسوعات**। বর্তমান বিশ্বে আরবি, উর্দূ, ফার্সী ইংরেজি ভাষাসহ পৃথিবীর প্রসিদ্ধ ভাষাসমূহে বিশ্বকোষ রয়েছে। তন্মধ্যে লন্ডনভিত্তিক Encyclopaedia Britannica, আমেরিকার Encyclopaedia Americana, মিশরভিত্তিক **دائرة المعارف الإسلامية**, কুয়েতভিত্তিক **الموسوعة الفقهية**, বাংলাদেশের ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত ২৮ খণ্ডে ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৪ খণ্ডে সীরাত বিশ্বকোষ এবং ৫ খণ্ডে কুরআন বিশ্বকোষ উল্লেখযোগ্য।

সম্প্রতি মুহাম্মাদ তাহির আল-কাদেরীও আল-কুরআন বিশ্বকোষের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে ৮ খণ্ডে কুরআনিক ইনসাইক্লোপেডিয়া (Quranic-Encyclopedia) বা **الموسوعات القرآنية** শীর্ষক একটি পূর্ণাঙ্গ আল-কুরআন ভিত্তিক বিশ্বকোষ পাঠক মহলে উপহার দিয়ে যশস্বী হয়েছেন। প্রথম খণ্ড ৮২০ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট, যার মূল্য ১২৫০ রুপি এবং ২য় হতে ৭ম খণ্ডের প্রতিটি খণ্ড ৮২৪ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট এবং সর্বশেষ ৮ম খণ্ডটি ৮৩২ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট। সম্ভবত মুহাম্মাদ তাহির আল-কাদেরী বিরচিত এ বিশ্বকোষই আল-কুরআনের সর্ববৃহৎ বিশ্বকোষ। এ বিশ্বকোষে ৫,০০০ বিষয় ও প্রায় ২০,০০০ এরও বেশি অনুঃপ্রসঙ্গ বিদ্যমান।(তাহেরুল কাদেরী ৮) এটি মিনহাযুল কুরআন পাবলিকেইসন্স কর্তৃক উর্দু ভাষায় পাকিস্থানের লাহুর থেকে সর্বপ্রথম ২০১২ প্রকাশিত হয়েছে (Quranic-Encyclopedia)। এরপর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে বিভিন্ন সনে প্রকাশিত হয়েছে।

১৪. আসমা-ই সূরা ফাতিহা

এ গ্রন্থটি ইদারানে মিনহাজুল কুরআন, রাওয়ালপিন্ডি কর্তৃক প্রকাশিত। শিব্বির আহমদের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ১ম সংস্করণ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে ১১০০ কপি মুদ্রিত হয়, যার মূল্যমান ৩ রুপি। পৃষ্ঠা সম্পর্কিয় কোনো তথ্য পাওয়া না গেলেও এ গ্রন্থটিতে সূরা ফাতিহার অসংখ্য নামের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে (The-Names-of-Sura-al-Fatiha)।

১৫. শানে আউয়ালিয়াত-ই সূরা ফাতিহা

এ গ্রন্থটি ইদারা-ই মিনহাজুল কুরআন ইসলামাবাদ রাওয়ালপিন্ডি কর্তৃক প্রকাশিত। মুহাম্মাদ ইসহাক খান লালা এর সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ১ম সংস্করণ জুন, ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে ১১০০ কপি মুদ্রিত হয়। যার পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৭ এবং মূল্যমান ৪ রুপি (Sura-al-Fatiha-and-its-Premier-Value)। তিনি এতে সূরা ফাতিহাকে শুধু নামযের সূরা হিসেবে নয়; বরং জীবন-জীবিকার পবিত্র দিশা ও দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব প্রয়োগ, সূফি-সাধকদের আধ্যাত্মিক পথ-প্রদর্শন ও নুবুআতের দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

১৬. ফালসাফা-ই তাসমিয়াহ

এ গ্রন্থটি পুনর্নিরীক্ষণে আব্দুল জাব্বার কামর ও মুহাম্মাদ আলী কাদেরী, তথ্য-উপাত্ত উদঘাটনে আব্দুল জাব্বার কামর এবং মুদ্রণে মুহাম্মাদ ইয়ামীন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। মুহাম্মাদ জাভেদ খাটানা এর সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ১ম থেকে ৪র্থ সংস্করণ পর্যন্ত সর্বমোট ১০ হাজার ১০০ কপি মুদ্রিত হয়, যার পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩২ এবং মূল্যমান ২০ রুপি (The-Philosophy-of-Beginning-with-the-Name-of-Allah)। এতে তাসমিয়ার দার্শনিক গুরুত্ব তথা মানব জীবনের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তাছাড়া কিভাবে নামাজ, রোজা, ব্যবসা ও শিক্ষায় প্রতিদিন তাসমিয়ার প্রয়োগ করে জীবনে পরিবর্তন আনা যায়, তা এতে উপাস্থাপন করা হয়েছে।

১৭. সূরা ফাতিহা আউর তাসাউউরে ইবাদত

এ গ্রন্থটি বিন্যাস ও সংকলনে মুহাম্মাদ সলিম হাসান এবং মুদ্রণে মুহাম্মাদ সলিম হাসান গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। মুহাম্মাদ আমের নওয়াজ এর সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ১ম সংস্করণ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে মোট ৩,০০০ কপি

মুদ্রিত হয়। যার পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৩ এবং মূল্যমান ১৬ রুপি (Tasawwur-e-Ibadat)। এ গ্রন্থে মূলত সূরা ফাহিতার আলোকে ইবাদতের প্রকৃত ধারণা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বিশেষত ইবাদতের মূল উদ্দেশ্য, সূরা ফাতিহার আলোকে ইবাদতের দার্শনিক দিক ও মানবজীবনে ইবাদতের বাস্তব প্রভাবের বিষয়গুলো এতে স্থান পেয়েছে।

১৮. হিকমাতে ইসতিআজাহ (আ'উযুবিল্লাহ)

এ গ্রন্থটি নাদীম ইউনুস প্রিন্টার্স, লাহোর কর্তৃক প্রকাশিত। গ্রন্থটির ১ম থেকে ৩য় সংস্করণ পর্যন্ত সর্বমোট ৯,০০০ কপি মুদ্রিত হয়। যার পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৪ এবং মূল্যমান ৪ রুপি (The-Philosophy-of-Seeking-Refuge-with-Allah)। এ গ্রন্থে ইসতিআজার এর আধ্যাত্মিক ও ব্যাখ্যাগতদিক, মানবজীবনের বিবিধ ক্ষেত্র যেমন নামায, ব্যবসা, দৈনন্দিন কাজ ইত্যাদি ক্ষেত্রে এটির প্রয়োগ ও উপযোগিতার বিবরণ রয়েছে।

১৯. সূরা ফাতিহা আউর তাসাউউরে হিদায়াত

এ গ্রন্থটি মিনহাজুল কুরআন প্রিন্টার্স, লাহোর কর্তৃক প্রকাশিত। গ্রন্থটির ১ম সংস্করণ ৩০ এপ্রিল, ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে ২০০০ কপি মুদ্রিত হয়। যার পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৪ এবং মূল্যমান ৪ রুপি (Sura-al-Fatiha-and-the-Concept-of-Guidance.)। এ গ্রন্থে সূরা ফাতিহার আলোকে হিদায়াতের ব্যতিক্রমধর্মী বিশ্লেষণ রয়েছে। এতে হিদায়াত-অন্বেষণ, হিদায়তের উদ্দেশ্য, হিদায়তের পর্যায় ও পথচলার ধাপসমূহ সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। এ গ্রন্থে প্রতিটি ধাপে ধাপে ব্যাখ্যা করে দেখানো হয়েছে যে, কিভাবে নামাজে সূরা ফাতিহার তিলাওয়াত জীবনকে আলোকিত করে এবং ইবাদাত ও আধ্যাত্মিকতাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। উপরন্তু এটি মূলত ইবাদত ও হিদায়ত উভয়ের জন্য নির্দেশক হিসেবে কাজ করে।

২০. তাফসীরে মিনহাজুল কুরআন সূরাতুল ফাতিহা (১ম খণ্ড)

এ গ্রন্থটি বিন্যাস ও সংকলনে মুহাম্মাদ আলী কাদেরী, শিব্বির আহমেদ জামি এবং আব্দুস সাত্তার, তথ্য-উপাত্ত উদঘাটনে হাফিয মুহাম্মাদ উমার এবং হাফিয জহির আহমদ, মুদ্রণে মুহাম্মাদ ইয়ামীন এবং হামেদ সামী গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। গ্রন্থটির ১ম থেকে ৫ম সংস্করণ পর্যন্ত সর্বমোট ৫,৫০০ কপি মুদ্রিত হয়। যার মূল্যমান ৫৩০ রুপি (Tafseer-Sura-al-Fatiha)। এটি সূরা ফাতিহার ব্যাখ্যাগ্রন্থ। এতে কুরআনের আয়াতের আধ্যাত্মিক এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট উপস্থাপন করতে ক্লাসিক ঐতিহ্য ও আধুনিক চিন্ত দুটোই ব্যবহার করা হয়েছে। এ গ্রন্থে প্রতিটি আয়াতের ভাষাগত, ব্যাকরণগত ও আকীদাহগত বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় যে, শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহির আল-কাদেরী হলেন একাধারে মুহাদ্দিস, মুফাসসির, ফকীহ, আরবী ভাষাবিদ, দেশবরেণ্য ইসলামী চিন্তাবিদ ও ইসলামী জ্ঞানের ক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। ইসলামের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিনি যে শুধু আলোচনা করেন তা নয়, বরং লেখনীর জগতেও শ্রেষ্ঠত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। বিশেষত ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণায় নিয়োজিত থাকা এবং লেখনীর মাধ্যমে তা জনসাধারণের নিকট তা পৌঁছে দেয়ার কাজে তিনি অধিকাংশ সময় ব্যয় করেন। ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে তিনি তাঁর রচনার হাত প্রসারিত করেন। তিনি তাফসীর, হাদীস, সীরাহ, ফিক্হ, ইতিহাসসহ অন্যান্য বিষয়ে অনেকগুলো গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর ক্ষুরধার লেখনী পাঠকমহলে বেশ প্রশংসিত। বিশেষত ইলমুত-তাফসীর বিষয়ে তাঁর লিখিত প্রায় ২০টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর অসামান্য পাণ্ডিত্য ও দখল থাকায় তাঁর তাফসীরের গ্রন্থগুলো যেমন যুক্তিপূর্ণ তেমনি তত্ত্ব ও তথ্যে ভরপুর। মূলত তাফসীর শাস্ত্র সম্পর্কে তাঁর রচনাবলীর মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষার ব্যাপক বিকাশ সাধিত হচ্ছে এবং মুসলিম জনসাধারণ তা থেকে উপকৃত হচ্ছেন।

টিকা

১. ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের ঐতিহাসিক নগরী 'জং'/'ঝং' নামক জেলায় কাদেরী মঞ্জিলে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তৎকালীন পাকিস্তানের মহান আধ্যাত্মিক সাধক ও বুদ্ধিজীবী ড. ফরিদ উদ্দীন আল-কাদেরী এবং মহীয়সী মা খুরশিদা বেগমের সুযোগ্য সন্তান। বাল্যকাল থেকেই তিনি যুগপৎভাবে ইসলামী বিষয়ের পাশাপাশি পার্থিব জ্ঞানও আহরণ করেন। তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়, লাহোর থেকে যথাক্রমে ১৯৭০ খ্রি. বি.এ অনার্স, ১৯৭২ খ্রি. এম.এ এবং ১৯৮৬ খ্রি. পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৯১ খ্রি. ইমাম মুহাম্মাদ ইবন আলভী আল-মালিকী আল-মাক্কী (র) (১৯৪৪-২০০৪ খ্রি.)-এর নিকট থেকে হাদীসের সনদ ও বর্ণনানুমতি গ্রহণ করেন। দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও বহুমুখী কৃতিত্বের অধিকারী মুহাম্মাদ তাহির আল-কাদেরী ছিলেন মিনহাজুল কুরআন ইন্টারন্যাশনাল (এম.কিউ.আই)-এর প্রতিষ্ঠাতা। সমগ্র বিশ্বের নব্বইটি দেশে এই সংগঠনের শাখা-প্রশাখা ও কেন্দ্রসমূহ ছড়িয়ে রয়েছে। ১৯৭৪ খ্রি. কৃতিত্বের সাথে আইন বিভাগে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনপূর্বক কর্মজীবনের অংশ হিসেবে জং-এর জেলা আদালতে এ তরুণ বিজ্ঞ কৌশলী আইনবিদ্যা অনুশীলন শুরু করেন। ১৯৭৬-১৯৭৭ খ্রি. পর্যন্ত জং শহরে ডিস্ট্রিক্ট জজ আদালতে আইনজ্ঞ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৮ খ্রি. পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে সিন্ডিকেট মেম্বারশীপ, ১৯৭৮ খ্রি. সিনেট মেম্বারশীপ এবং ১৯৭৮-১৯৭৯ খ্রি. পর্যন্ত একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য পদে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৮ খ্রি. পাকিস্তানের শিক্ষা কমিশন ও কারিকুলাম কমিটির দক্ষ এবং প্রভাবশালী সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন। ১৯৭৮-১৯৭৯ খ্রি. পর্যন্ত ইসলামী আইন ও শরীয়াহ্ আদালতের দক্ষ ও যোগ্য উপদেষ্টার পদে দায়িত্ব পালন। ১৯৮২ খ্রি. অ্যাপিলেট শরীয়াহ ব্যাঞ্চ সুপ্রিম কোর্টের প্রাজ্ঞ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন। ১৯৮২-১৯৮৯ খ্রি. পাকিস্তান টেলিভিশনে আল-কুরআনের আলোচনায় দক্ষ ও অভিজ্ঞ আলোচকের দায়িত্ব পালন। ১৯৮৯ খ্রি. পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং তৎকালীন সরকারের দুর্নীতির প্রতিবাদ জানিয়ে সংসদ থেকে পদত্যাগ করেন। ১৯৯১-১৯৯৩ খ্রি. কুরআন-সুন্নাহর মৌলিক বিষয়ে UAE-এর বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে ইংরেজিতে লেকচারারের দায়িত্ব পালন। তিনি একজন উদ্ভাবনক্ষম শক্তিশালী লেখক ও গবেষক। তিনি প্রায় সহস্র পুস্তক লিখেছেন, যার মধ্যে ইতোমধ্যে ৪৩০টি প্রকাশিত হয়েছে, অবশিষ্টগুলো প্রকাশিত হওয়ার পথে। তিনি একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী বক্তা ও আলোচক। তিনি ইংরেজি, উর্দূ ও আরবী ভাষায় ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সমসাময়িক আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয়ের ওপর পাঁচ হাজারের অধিক লেকচার প্রদান করেছেন, উপস্থাপন করেছেন ১০০০ এরও বেশি সেমিনার বক্তব্য। মুহাম্মাদ তাহির আল-কাদেরী ১৯৭৫ সালের ১৯ মার্চ জং শহরে ২৪ বছর বয়সে তাঁর স্বীয় চাচাতো বোনের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর দুই ছেলে ও তিন মেয়ে হলোঃ ড. হাসান মুহিউদ্দীন, ড. হুসায়ন মুহিউদ্দীন, ফাতিমা, আয়িশা ও খাদীজা। দ্র. প্রফেসর মুহাম্মাদ রফিক, *নাবেগায়ে আসর* (লাহোরঃ মিনহাজুল কুরআন পাবলিকেশন্স, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ১৭-১৯।

তথ্যসূত্র

ইবনু কাছীর, আবুল ফিদা ইসমাইল। *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*। দারু তাইয়িবাহ্ লিত-তাওযি ওয়ান নাশর, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি.।

উছমানী তাকী। *উলূমুল কুরআন*। কুতুবখানা নাঈমিয়্যাহ্, ১৯৯৩ খ্রি.।

খাযিন,আলাউদ্দিন আলি ইবনু মুহাম্মদ। *লুবাবুত্ তা'বীল ফী মা'আনিত্ তানযীল*। দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১৫হি.।

ইবনুয জাযারী, আবুল খাইর। *আন-নাশরু ফিল কিরাআতিল আশর্রি*। আল-মাতবাআতুল তিজারিয়্যাহ আল-কুবরা, প্র. অনু.।

তাহিরুল কাদেরী, ড. মুহাম্মাদ। *ইরফানুল কুরআন*। মিনহাজুল কুরআন প্রিন্টার্স। ২০১৩ খ্রি.।

---। *তাফসীরু মিনহাজিল কুরআন*। মিনহাজুল কুরআন প্রিন্টার্স, সাল অনু.।

---। *দালাইলুল বারাকাত ফিত্-তাহিয়্যাতি ওয়াস-সালাত*। অনুবাদঃ মুহাম্মাদ জিয়াউল হক চৌধুরী, মিনহাজ পাবলিকেশন্স, ২০১৯ খ্রি.।

দাঊদ,আহমাদ আলী। *উলূমুল কুরআন ওয়াল হাদীস*। দারুল বাশারিয়্যাহ, ১৯৮৪ খ্রি.।

দারিমী,আব্দুল্লাহ ইবনু আবদির রাহমান। আল-*মুসনাদ*। *দারুল মুগনি, ১৪১২হি.।*

মাদকূর, ড. ইবরাহীম ও অন্যান্য। *আল্-মু'জামুল ওয়াসীত*। কুতুবখানা হুসাইনিয়া ইউপি, ১৯৭২ খ্রি.।

যুরকানী, মুহাম্মদ আব্দুল আজীম। *মানাহিলুল ইরফান*। মাতবাআতু ঈসা, সাল অনু.।

যারকাশী, বদরুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনু আবদিল্লাহ। *আল-বুরহান ফী উলূমিল্-কুরআন*। দারু ইহইয়াইল কুতুবিল আরাবী, ১৩৭৬ হি./১৯৫৭ খ্রি.।

মান্নান, মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল। *কানযুল ঈমান ও খাযাইনুল ইরফান*। গুলশান-ই-হাবীব ইসলামী কমপ্লেক্স, ১৯৯৫ খ্রি.।

সুয়ূতী,জালালুদ্দীন আবদুর রাহমান। *আল্-ইত্কান ফী উলূমিল কুরআন*। আল-হাইয়াতুল মিসরিয়্যাহ আল-আম্মাহ লিল-কিতাব, ১৩৯৪ হি./১৯৭৪ খ্রি.।

সাবূনী, মুহাম্মাদ আলী। *আত্-তিব্ইয়ান ফী উলূমিল্-কুরআন*। মুআসসাসাতু মানাহিলিল ইরফান, ১৯৮১ খ্রি.।
হুসাইন, আ.ফ.ম. আকবর। *আল্লামাহ্ ইবন কাছীর : তাফ্সীর শাস্ত্রের বিকাশে তাঁর অবদান*। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৯ খ্রি.।
হুসায়ন, ড. মুহাম্মাদ আয যাহাবী। *আত-তাফসীর ওয়াল্-মুফাসসিরূন*। দারুল কুতুবিল হাদীস, ১৯৭৬ খ্রি.।
---। *তালখীসুল বয়ান*। আল-মাকতাবাতুল ইলমিয়্যাহ। সাল অনু.।

Al-‘Irfan fi Faza’il wa Aadab al-Qur’an. *Minhaj Books Islamic Library*, Minhaj-ul-Quran Publications,https://www.minhajbooks.com/english/book/Blessings-of-the-Holy-Qur-an-and-its-Recitation/read/img/btid/416/

Al-Tibyan fi Fadl ba‘d Suwar al-Qur’an. *Minhaj Books Islamic Library*, Minhaj-ul-Quran Publications,https://www.minhajbooks.com/english/book/The-Merits-of-Selected-Chapters-of-the-Holy-Quran/read/img/btid/2318/

Beginning the Qur’an with the Name of Allah. Minhaj Books Islamic Library, Minhaj- -ul-Quran Publications,https://www.minhajbooks.com/english/book/6/Beginning-the-Qur-an-with-the-Name-of-Allah/

Distinctive-Attribute-of-Mercy. *Minhaj Books Islamic Library*, Minhaj-ul-Quran Publications,https://www.minhajbooks.com/english/book/12/Distinctive-Attribute-of-Mercy/

The-Gnostic-Secrets-of-the-Name-Allah.*Minhaj Books Islamic Library*, Minhaj-ul-Quran Publications,https://www.minhajbooks.com/english/book/9/The-Gnostic-Secrets-of-the-Name-Allah/

The-Gnostic-Secrets-of-Aya-al-Kursi. *Minhaj Books Islamic Library*, Minhaj-ul-Quran Publications,https://www.minhajbooks.com/english/book/The-Gnostic-Secrets-of-Aya-al-Kursi/read/img/btid/1381/

Manahij-al-Irfan-fi-Lafz-al-Quran. *Minhaj Books Islamic Library*, Minhaj-ul-Quran Publications,https://www.minhajbooks.com/english/book/Manahij-al-Irfan-fi-Lafz-al-Quran/read/img/btid/3116/

Scientific-Research-about-the-Sustainer-of-the-Worlds. *Minhaj Books Islamic Library*, Minhaj-ul-Quran Publications,https://www.minhajbooks.com/english/ book /11/Scientific-Research-about-the-Sustainer-of-the-Worlds/

Unveiling-the-Gnosis-of-the-Quranic-Oaths-for-the-Prophet.*Minhaj Books Islamic Library*, Minhaj-ul-QuranPublications.https://www.minhajbooks.com/english/book/328/Unveiling-the-Gnosis-of-the-Quranic-Oaths-for-the-Prophet/

Quranic-Encyclopedia. *Minhaj Books Islamic Library*, Minhaj-ul-Quran Publications, https://www.minhajbooks.com/english/book/621/Quranic-Encyclopedia/

The-Names-of-Sura-al-Fatiha. *Minhaj Books Islamic Library*, Minhaj-ul-Quran Publications, https://www.minhajbooks.com/english/book/The-Names-of-Sura-al-Fatiha/read/img/btid/3125/

Sura-al-Fatiha-and-its-Premier-Value. *Minhaj Books Islamic Library*, Minhaj-ul-Quran Publications,https://www.minhajbooks.com/english/book/18/Sura-al-Fatiha-and-its-Premier-Value/

The-Philosophy-of-Beginning-with-the-Name-of-Allah. *Minhaj Books Islamic Library*, Minhaj-ul-Quran Publications, https://www.minhajbooks.com/english/book/The-Philosophy-of-Beginning-with-the-Name-of-Allah/read/img/btid/708/

Tasawwur-e-Ibadat. *Minhaj Books Islamic Library*, Minhaj-ul-Quran Publications, https://www.minhajbooks.com/english/book/Tasawwur-e-Ibadat/read/img/btid/3192/

The-Philosophy-of-Seeking-Refuge-with-Allah. *Minhaj Books Islamic Library*, Minhaj-ul-Quran Publications, https://www.minhajbooks.com/english/book/The-Philosophy-of-Seeking-Refuge-with-Allah/read/img/btid/3118/

Sura-al-Fatiha-and-the-Concept-of-Guidance.*Minhaj Books Islamic Library*, Minhaj-ul-Quran Publications, https://www.minhajbooks.com/english/book/Sura-al-Fatiha-and-the-Concept-of-Guidance/read/img/btid/3096/

Tafseer-Sura-al-Fatiha.*Minhaj Books Islamic Library*, Minhaj-ul-Quran Publications, https://www.minhajbooks.com/english/book/759/Tafseer-Sura-al-Fatiha/